





*With Best Compliments*

Debabrata Sanyal.

With Compliments of

**CHEAP STORES**

Books & Engg. Equipments



*Available At Concessional Rates*

[ Opposite to B. E. College 1st Gate ]



**H O W R A H -711103**

# ১৩-র সাংস্কৃতিক সংস্থা

সভাপতি

: অধ্যাপক অনিল চৌধুরী

সহঃ সভাপতি

: শ্রীশ্রুত মুখার্জী

॥ যুগ্ম সম্পাদক ॥

স্বরূপ ভট্টাচার্য্য

গৌতম রায়

॥ যুগ্ম কোষাধক্ষ ॥

রজত শুভ্র সেন

গৌতম ব্যানার্জী

॥ সম্পাদক ( সাংস্কৃতি ) ॥

সঞ্জয় চক্রবর্তী

আহ্বায়ক

: শান্তনু ভট্টাচার্য্য

না

ট

ক

বি

ত

র্ক

স

ঞ্জী

ত

প

ত্রি

কা

—সম্পাদক—

বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী



—সদস্য—

সৌমেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী

ভাপস চৌধুরী

মৃগাঙ্ক মৌলি রায়

কালীপদ দাস

—সদস্য—

সোমনাথ রায়

সুনীত দত্ত

দেবশীষ চ্যাটার্জী

মানস সামন্ত

—সদস্য—

প্রলয় চক্রবর্তী

সব্যসাচী সরকার

শুভাশীষ ভট্টাচার্য্য

সঞ্জীব চক্রবর্তী

—সদস্য—

দেবব্রত সান্মাল

অগ্নিমিত্র ভট্টাচার্য্য

গৌতম মুখার্জী

পিনাকীরঞ্জন নাগ

—সম্পাদক—

অমিতাভ কমল সেন





# STUDENT STORES

Books & Engg. Equipments

B. E. College ( Campus )



HOWRAH-711103

---

ঃ নাটক ও যাদের নিয়ে নাটক ঃ

॥ 'হারাধনের

দশটি

ছেলে' ॥

রচনা ঃ রাধারমন ঘোষ ।

পরিচালনায় ঃ বিষ্ণুপদ  
সঞ্জয় চক্রবর্তী



॥ চরিত্রচিত্রনে ॥

কে

কি

শান্তনু ভট্টাচার্য্য

ক

গৌতম রায়

খ

সঞ্জয় চক্রবর্তী

গ

বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী

ঘ

G. C. CHEMICALS

Space  
donated by



Phone No.—35-3395



CALCUTTA. - 6



নতুন

নতুন



দিনের

দিনের

কবিতারা

আসে

আসে

মাঠ

মাঠ



করে

করে

অমিতাভ কমল সেন  
“রসভঙ্গ”



জুব্রত মুখোপাধ্যায়  
“হতাশা, বিক্ষোভ এবং”



গৌতম রায়  
“গৌতমের কবিতা”

ন

তু

ন

ক

বি

রা

ও

তা

দে

র

ন

তু

ন

ক

বি

তা

অগ্নিমিত্র ভট্টাচার্য্য  
“কবিতার নাম নেই?”



পিনাকীরঞ্জন নাগ  
“জাগরণে আলস্য”



বার

আশীষ সিন্‌হা  
“বিষন্ন বিকেল ও  
বরা পাখির পালক”

আত্মহত্যা ! না বলিদান !  
অনাহারে উৎপীড়িত ;  
জীর্ণ শীর্ণ জীবনের অবসান ।

আত্ম পরিচয় ? ঘৃণ্য, ছিন্ন,  
পৃথিবীর Challenge গ্রহণে অক্ষম  
হৃদয় ভগ্ন, অবসন্ন ।

অপমানের আস্তাকুরে দ্রবীভূত,  
মানুষ্য সমাজ—পরিচিত অথবা অপরিচিত  
সকলের নিকট লাঞ্ছিত ।

বিদায় নিয়েছে কমেডি  
যেন অতীতের অশরীরী আত্মা  
রোমাঞ্চময় বর্তমানকে জড়িয়ে ধরেছে ট্রাজেডি ।

---

## ॥ গৌতমের কবিতা ॥

---

অন্তরে ভোগের অনন্ত ক্ষুধা,  
বাহিরে দারিদ্র্যের দাবানল,  
ভবুও নির্বিকার জননী বশুধা ।  
নিউ মার্কেটের সো কেশ, টাকার ফুলঝুরি  
বুনে দেয় কল্পনার রঙিন জাল  
কিন্তু ভাগ্য নিষ্ঠুর, ঠিক শুকনো ফুলের কুড়ি ।  
এরই নাম কি মনুষ্যত্ব ? এই কি জীবন ?  
অপমান, পরিহাস আর শোষণের তাড়নায়  
মৃত্যুর নিকট করে আত্ম সমর্পন ।

আমি এক ঝরাপাতা  
দেখ, এখনও আমি সবুজ,  
সতেজ আমার প্রত্যেক, শিরা উপশিরা ;  
আমার অঙ্গে অঙ্গে উচ্চারিত যৌবনের প্রতিকৃতি  
বৃক্ষের শোভা বর্ষণে এখনও সক্ষম আমি ।  
তবু—জীবন আমার আর বেশীক্ষণের নয়,  
যৌবনের রঙ মুছে যাবে আমার দেহ থেকে,  
শ্যামলতা নষ্ট হবে আমার  
শুকিয়ে যাব আমি ।

তারপর হয়তো আমার স্থান হবে,  
ঐ ডাস্টবিনে অথবা জ্বলন্ত উলুনে ।  
আমার এই আর্তনাদ হয়তো শুনবে না কেউ,  
পৌঁছবে না কারো কাছে ।  
তবু আমার বিষ্ফোভ পৌঁছে যাবে  
চাবুকের লক্‌লকে জিহ্বায় ।  
আমার নীরব ধিক্কার জানবে  
নিপীড়িত শোচিত পৃথিবী ।



## কবিতার নাম নেই ? ? ?

হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসারে পাথার আওয়াজ  
মন নিয়ে যায়, ইডেনের ধারে । এই কন্টিনিউয়াস  
কাংশানের লাইফ নিয়ে বোর হই । এক চড়ে সুগন্ধ  
থেকে শালিমার তিন নম্বর ।

শুক্রবার রাত্রিটা

বিরাত এক মৌচাক, যে মৌচাকের শেষ কিছু  
রবিবারের ছায়াছবির গানের শেষে ।  
একটা ভাঙ্গা ব্রীজে উঠে যখন ওপারে  
এসপ্লানেডের ধোঁয়াটে চূড়া দেখি তখন মনে হয়  
ওটাই মৌমাছির কামড়, মনের অন্তরালে ।



রসভঙ্গ

একটি কবিতা লিখেছে কবি--

তার অদেখা ছুর বাঘিনী প্রিয়ার প্রতি

আজ জল ভরা বরষায় সে চায় তার সান্নিধ্য

তার কবিতায় শুধু পাতার পর পাতা প্রেমের উচ্চাস

তারিফ জানালাম সবাই ।

লিপিকা ঠোঁট কামড়ে

ক্রভঙ্গি করে বললে

▲“আপনি আরো লেখেন না কেন ?”

ভাল বলল সবাই

খাদ বলল শুধু একজন

দরজায় দাঁড়িয়ে যখন সে বলল

“তিমদিন কিছু খাই নি বাবুরা ।”

এ কবিতা

সে কবিতা নয় ! ! ! !

কবিতা এখানে Restricted,  
কবিতা এখানে বসে।  
কবিতা সবার জন্ম নয়। ওর কপালের টিপে No  
Admission আমার সর্বক্ষণের সঙ্গী।  
কবিতা আমার রক্তে। যখন সূর্য উঠতে কয়েক ঘণ্টা  
থাকে তখন প্রায়ই  
কবিতা আমার মনের মধ্যে খেলা করে। যখন Class এ  
যায়।  
যাই কবিতাও  
কবিতাকে আমি সম্পূর্ণ ভাবে নিজের কাছে পেতে চাই।  
আমি চাই না অথ কেউ  
কবিতাকে দেখিয়ে বেশ কিছু হাততালির ইজারা নিক্। কারণ  
কবিতাতো সবার জন্ম নয়।  
কবিতার জন্ম চাই চিন্তা, চাই মগজের রসদ। কিন্তু  
কবিতা আজও খুলল না ওর রহস্যময় অবগুণ্ঠন। যেন  
হঠাৎ কোন গাছের পাতা বরাকালীন, মাধ্যাকর্ষণ  
শক্তির খেমে যাওয়া। গৌতম বলে  
“কবিতার জন্ম করি সংগ্রাম।” কিন্তু গৌতম তো গভুময় ছন্দহীন  
পভুময়। কবিতাকে দেখলাম, লিখলাম, পড়লাম। কিন্তু ওর নেই ভাবাস্তুর  
পটাসিয়ামের গন্ধ পাই কবিতায়। কিন্তু ওরা ব্যার্থতা মেনে নেয় না। বলে  
“কবিতা বোরিতে।” কিন্তু আমার মন আজও শুকনো  
ঘাসের গন্ধে আকুল হয়। ওদের সম্বন্ধে  
কিছু বলতে গেলো বলতে হয় “ভিটামিন  
টগবসের মিষ্টি শেটিং ফুরালে তেতো মনে হয়।”  
আমার কাছে উল্টানে মোজার নকশা মনে  
হয় ছন্দময়।

॥ সোঁত গ্নু মনস্কী ॥

ছশো বছরের ঘুমটা যেন আর কাটতেই চায় না।

পারমাণবিক বোমা, যন্ত্রের আওয়াজে

ভোর হয়েছে বুঝতে পেরে,

উঠে পড়ে, সারাদিনের

কাজের খসড়া করি।

আর উন্নতির স্বপ্ন দেখতে দেখতে

আবার ঘুমে চলে পড়ি

আমরা জাগি, আবার ঘুমাই।

## জাগরণে

জাগলেই দেখি—

চারিদিকে গাছপালা নতুন,

পৃথিবীটা কত দ্রুত আর কতখানি এগিয়ে গেছে।

সংস্কার, জোচ্ছুরি, নোংরামি আর ভণ্ডামির গর্ভে

শুয়ে শুয়ে

নতুন পৃথিবীর সঙ্গে নিজের গুটানো বিরাট শরীরটাকে,

অন্ধকার গর্ভে, নতুন করে দেখি ;

বেমানান

বলে, আবার গর্ভে মুখ লুকোই।

## আলস্য



## বিষন্ন বিকেল

৩

### মরা পাখীর পালক

পথ চলতি রাস্তায় কুড়ুয়ে পেলাম এক  
মরা পাখির, মরা পালক  
জীর্ণ, রঙ প্রায় বিবর্ণ, উজ্জলতা—  
হারিয়ে যেন শীতের শেষের  
দেবদারু গাছ।

সময়টা, বিষন্ন বিকেল।  
মেঘের ভুটকম্বল, মনটাকে ঐ  
পালকের থেকেও করেছিল দীর্ঘ,  
পাখিটাকে আমি চিনিনি ;  
দেখিওনি হয়ত, কেবল পালকটা  
দেখেছিলাম—যেমন দেখি খবরের পাতায়  
রণাঙ্গনে মৃত্যুর খবর, ভাঙ্গা ট্যাঙ্কের  
সংখ্যার সঙ্গে। অথচ, সেদিন এক  
ছেঁড়া অস্থি পঁজরার ভিখারীর মৃত্যু দেখে  
আর চিন্তাশোক গ্রস্ত হয়েছিলাম।  
আমার, কিংবা, আমাদের মনে দাগ কাটে না  
কিংবা কাটতে পারে না  
ছরের রণাঙ্গন আর মানুষ যোদ্ধারা।  
সে হোক, পালক ছেঁড়া পাখিটা  
জানি না, পিকাসোর শান্তির দূত কি না।  
তবুও তার স্বর্গত কিংবা ভিন্ন পথাবলম্বী  
আত্মার চির শান্তির কামনা করি।  
হ্যাঁ, নীরবে দাঁড়িয়ে ছ মিনিট  
ঠিক ছ মিনিট মাত্র।



লেখকের



ল্যাবোরেটরি



# ল্যাবোরেটরির

ছাত্ররা

ও

তাদের পরীক্ষা

সুনীত দত্ত

আমাদের খারটিন

দেবব্রত সান্যাল

চৌধুরী চন্দ্রনাথ

পাথির সূর্য্য

সঞ্জীব চক্রবর্তি

ঠাণ্ডা গরম

সব্যসাচী সরকার

তেরোর দর্পণে



ঠাণ্ডা গরম ঠাণ্ডা গরম  
ঠাণ্ডা গরম ঠাণ্ডা গরম

দৈনিক বস্ত্রমতী দৈনিক প্রভাতে না পড়লে বরদাচরণের মেজাজ ঠিক থাকে না। তাই তিনি ঐ কাছটি চায়ের দোকানে গিয়ে সকালে বাজার করার সময় সেবে রাখেন। স্থানীয় সংবাদ শুনে মাছের ব্যাগ হাতে নিয়ে বেব হন বাড়ী থেকে। তারপর বাজার সেবে এক কাপ চা চেয়ে সেই যে বসেন কাগজ নিয়ে একেবারে পাক্ষা একটি ঘণ্টা কাগজের উপর চোখ রেখে—চায়ের দোকানে বসে বিস্তীর্ণ পৃথিবীর খানিকটা নাগাল পাওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যায়।

এটা দৈনিক হয়ে আসছিল। হঠাৎ একদিন দেখা গেল বরদাচরণের বাজারের সময় একঘণ্টা কমে গিয়েছে। বাজার করলেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, তারপর মদনের চায়ের টেবিলে,—না বাজারের খলি নিয়ে চিন্তা করার কোন কারণ নেই—ওটা তিনি সঙ্গে নিয়েই বসেন। “পেপার আসেনিবে ও-বিষ্কু।” বিষ্কু চায়ের কাপটা নিয়ে যেতে যেতে মাথা নাড়ে। বরদাচরণের—চিন্তা যেন আরও বেড়ে গেল—তবে কি কাল কিছু ঘটল—আবহাওয়ার পরিবর্তন—কোন কেমিক্যাল প্যাম—না কি কোন বিকট জন্তু টল নিঃশ্বাস টিঃশ্বাস, এই সময়ে গঙ্গারাম চক্রবর্ত্তি তার পাশের চেয়ার টেনে বসলেন। তার দিকে একবার তাকিয়েই বরদাবাবু আবার বিষ্কুর কাছে জানতে পারলেন দৈনিক বস্ত্রমতী মেলে নাই। “বরদাবাবু—এত তাড়াতাড়ি যে,—কিছু নতন খবর আছে মনে হচ্ছে।” বরদাবাবু—খোঁত খোঁত করতে করতে যা বললেন তাতে গঙ্গারাম বাবুতো অবাক।

বলকি বরদা, কাল সন্ধ্যায়তো গরমে হাঁসকাঁস করছিলাম—

মোটাই না কাল সন্ধ্যায় প্রচণ্ড শীত পড়েছিল—আমাকে তিন তিনটে কহলে কাপুনি খামাতে হয়েছিল—

হায়রে,—তখন আমার গরমে সেক হচ্ছি—

দুব, আমি শীতে বরফ হচ্ছি—

আরে বাবা, তোমার কি মাথা খারাপ হল না কি---

না, আমার না---তোমার হয়েছে---

আচ্ছা, তুমি কখনকার কথা বলছ, সন্ধ্যায় সময়তো---

হ্যাঁ বাবা হ্যাঁ---হঠাৎই যেন শীতটা-আবার হঠাৎ চলে গেল--

তোমার সময়টা জানা আছে---

হ্যাঁ—ঠিক ৮ টায় এসেছিল ৮ টায় ছেড়েছে—

আবে, তখনই তো আমার ইয়েটা বেড়ে গেল।  
 আচ্ছা, তুমি মিছিলটা দেখেছিলে যেতে—  
 ও হ্যাঁ, তখনই সেই বিরাট মিছিল গেছিল-মশাল নিয়ে—গরম বেড়েছিল, সেই জ্বলেই  
 আরে ছর, তখনতো আমি—তুমি মিথো কথা বলছ—  
 তুমি কি গাঁজা খেয়েছিলে নাকি—  
 না—তুমি কি খেয়েছিলে নাকি—আশ্চর্য্য !  
 তোমার জ্বরটর আসেনিতো কাল—  
 না, না—ও টেমপারেচার মেপেছিল—২৭.২০ ছিল  
 তাহলে তোমার মানসিক বা শারীরিক যেটা বল—একটা কিছু হয়েছিল  
 না—সেটা বরং তোমার হয়েছিল—  
 গরমে তোমার শীত লেগেছে—  
 আর শীতে তোমার গরম লেগেছে—তোমার তো হাইব্রাডপ্রেসার—হবে না !  
 মোটেই না, আমার অনেক লো প্রেসার—  
 শীত করছিল, আর বিশ্বাস করতে হবে গরম—  
 বলছি তখন খুব গরম ছিল—ঠিক ৮ টায়—  
 ও ৮ টায় একটু গরম ছিল ঠিকই। কিন্তু আসতে আসতে কেমন হঠাৎ অকাল ঠাণ্ডা হয়ে গেল—  
 হ্যাঁ আবে-৮টা টায় অল্প অল্প ঠাণ্ডা পড়েছিল বটে—তবে অতটা না—  
 হ্যাঁ অতটাই—  
 ছর ছর—  
 উফঃ—  
 ঠিক সেই সময়ই বিষ্ণু টেবিলের উপর কাগজটা ছুঁড়ে দিয়ে গেল। 'দেখি কালকের টেমপারেচার  
 কত বেশী ছিল'। কত কম ছিল তাই দেখ।' কাগজটা মেলে ধরা হল—বড় বড় অক্ষরে একটা  
 হেডিং আর 'ঐ খবরের কিছুটা অংশ পড়ার পরই বরদা যেন শীতে কাপতে কাপতে বলে উঠলেন  
 'দেখছ, আবার যেন কালকের ঠাণ্ডা ফিরে আসছে। হেডিংটা ছিল—'মিছিলে যুবক ছুরিকাহত'  
 আবার খবরের খানিকটা—'গতকাল সন্ধ্যা ৮-১৫ মিঃ এক মিছিলের মধ্যে এক যুবক ছুরিকাহতে  
 নিহত মুন, তার রক্তে রাস্তা ও ব্যানারগুলো লালে লাল হয়ে হয়ে উঠেছিল। 'আর ঠিক কাগজের  
 সেই জায়গাটা টেবিলের উপর পড়ে থাকা এক কিছু জ্বলে বৃত্তাকারে ভিজে গিয়েছে।



## তেৱোৱ দপ'ণে

আমি হিচ্ছি বহুৰূপী ও বহুদৰ্শী আমি এই একবছৰ ধৰে ১৩ নং হস্টেলৰ বহু ঘটনা প্ৰত্যক্ষ কৰেছি তাই আমি বহুদৰ্শী এবং বহুৰূপে আমি এই দৃশ্য দেখেছি, তাই আমি বহুৰূপী, আমাৰ মৌভাগ্য আমাৰ অবস্থান এই হোস্টেলৰই ভিতৰে বা কাছাকাছি, তাই আমি ছেলেদেৱ খুব কাছ থেকে দেখবাৰ স্তযোগ পেয়েছি।

মনে কৰো আমি হিচ্ছি তিনতলাৰ ফটিকদাৰ উত্তন। আমি জলি সেই সকাল ছটা নাগাদ। তাৰ আধঘণ্টা পূৰ থেকেই ফটিকদাৰ দোকানে ছেলেদেৱ আগমন আৰম্ভ হয়। 'দুটো মাখন কুটি দাও তো' একটা বান্ দেখি ফটিকদা' এই সব কথা আমাৰ বহুশ্ৰত। আমাৰ মালিক নীৰব মুখে তাৰেৰ খাবাৰ দেয়। সাড়ে সাতটাৰ পূৰ থেকেই আমি দেখি এক অপূৰ্ব দৃশ্য। মাৰি দিয়ে ছেলেৱা কলেজে চলেছে। হাতে ফাইল। কাৰো হাতে ডুইং কাৰো বা প্ৰাক্টিকাল, মুখে তাৰেৰ সেই সবেৰই আলোচনা। আমি আবাৰ একটু কল্পনা প্ৰবন কিনা, তাই আমি ছেলেদেৱ জীবনযুদ্ধৰ মৈনিক ভাবি। গুদেৰ মুখে আমি যেন দেখতে পাই, ওদেৰ কৰ্তব্যে সচেতনতাৰ প্ৰতিফলন। আটটাৰ পূৰ আমি আবাৰ একা হয়ে পড়ি, আমাৰ প্ৰয়োজন ফুৰায় বিকেল চাৰটে পৰ্য্যন্ত। আমাৰ তাতে আপত্তি নেই। আমি শিহৰিত হই, আমাৰ নিভে যেতে ইচ্ছে হয়। যখন ভাবি কিছুদিন পূৰে ওৱা এই হোস্টেল ছেড়ে চলে যাবে। ভগবান কৰুণ সেইদিন যেন আৰ না আসে।

দ্বিতীয়তঃ আমি '১৩ নং হস্টেলে ও ডাউনিং এৰ মাৰে একটা ছোট চাৰাগাছ। আমি এই দুটো হস্টেলৰ দীৰ্ঘদিনেৰ সাথী। কিন্তু এবাৰ যেন '১৩-এৰ সাথে আমাৰ পৰিচয়টা সকলেৰ অজান্তেই ঘনিষ্ট হয়ে উঠেছে। আমি সকাল থেকে ৰাত পৰ্য্যন্ত ছেলেদেৱ নানা কাৰ্যকলাপ দেখি, যে যাই বলুক না কেন '১৩'-ৰ ছেলেৱা 'ডাউনিং-এৰ' ছেলেদেৱ থেকে অনেক বেশী মুখড়া এবং তাৰেৰ ৰসবোধও অসামান্য। তাৰা 'ডাউনিং'-এৰ ছেলেদেৱ যাচ্ছে তাই ভাবে খাপায়, বলে কিনা 'ডাউনিং' জাহাজ দেখ! অথচ ওৱা ভাল কৰেই জানে 'ডাউনিং' থেকে গঙ্গা দেখা যায় না, জাহাজতো তুৱেৰ কথা। আমি দেখি একটা বিষয়ে হস্টেল দুটো একদম হৰিহৰ আত্মা। মেটা হচ্ছে 'মাস' দেওয়ার ব্যাপাৰে। আমি প্ৰথমে এৰ কিছুই বুঝতাম না,

এমন সব জলের মত বুকি। ক্লাশে না গিয়ে ঘরে বসে তাস খেলতে দেখলে আমার কষ্ট হয়; কিন্তু আমার ক্ষীণ প্রতিবাদে ওরা কান দেয় না। দুপুর এগারোটায় ও রাত সাড়ে নয়টায় রান্নাঘরের গন্ধ আসালই বুঝতে পারি ছেলেদের খাবার সময় হল। আমি আবার পরের দিনের নতুন ঘটনার আশার বুক বাঁধি। শুনছি নাকি '১৩'র ছেলেরা হস্টেল ছেড়ে দেবে। কথাটা শুনে আমার কষ্ট হচ্ছে, আমার চিৎকার করতে ইচ্ছে করছে—'যেতে নাহি দিব।'

সবশেষে আমি হচ্ছি এই হস্টেলের খাবার ঘরের একটা পাখা। আমি নিশ্চিত যে হস্টেলের মধ্যে সবচেয়ে প্রানবন্ত জায়গা যদি কিছু থাকে, তো এই খাবার ঘর। প্রত্যেক বছর নতুন নতুন ছেলে হষ্টেলে আসে, কিন্তু এইবারের ছেলেদের কেন জানি না, আমি একটু বেশী ভালবেসে ফেলেছি, সাড়ে এগারোটায় সময় ছেলেরা যখন ক্লাশ থেকে ধুকতে ধুকতে এসে টুলে বসে বলে—'দাছ একটু জল'—তখন আমার আরো জোরে ঘুরে ওদের আরাম দিতে ইচ্ছে করে। তবে হ্যাঁ, ছেলেরা কিছু মাতে জি. এফ এর দিন। অনেকদিন পরে মুখ বেশ ভালোমত পাণ্টাবার আনন্দে ওরা সেদিন পাগল। মাংস, মিষ্টি, দই এর যেন ছড়াছড়ি। সবাই-এর হাসিমুখ। কেউ পান চিবুচ্ছে, কেউ বা সিগারেট গ্যানেজের ধান্দায় ঘুরছে। এককম দৃশ্য অনেক কপাল করে দেখতে হয়।

পরিশেষে, এই বছরপূী, এই গতাংশের লেখক তোমাদের বলছি— এসো ভাইসব, এই '১৩' তেই দাঁড়িয়ে আমরা শপথ নিই এই হষ্টেলের নবাগতদের কাছে আমরা যেন হয়ে উঠতে পারি আদর্শ, যে হষ্টেলেই থাকি না কেন, এই হষ্টেল প্রীতি যেন সদাসর্বদা আমাদের মধ্যে বজায় থাকে।



## ॥ পাখির সূর্য ॥

দেবব্রত সাংঘাল

বি. ই. কলেজ

বিরাট নীল আকাশ—আর একটা ছোট পাখী। টুকটুকে রাগা ঠোঁট—সবুজ বুক—সাদা ডানা। চোখে সোনালী স্বপ্ন—সে উড়ে উড়ে সূর্যে যাবে, গান গাইবে—নতুন সুরে নতুন গান। যে গানে সূর্যের গলিত ধাতুতে ছন্দ আসবে—তাদের কোলে আসবে ফুটফুটে স্বস্থ সন্তান—নাম ‘শ্রম’। তার গান গাওয়া হ’য়ে গেলে পাখী ফিরে আসবে সমস্ত উত্তাপ সংগ্রহ করে তার নিজের জায়গায়।

কখন সেই পাখী রওনা দিল কেউ জানলো না—পাখী সূর্যের সমস্ত রোষবহি নীলকণ্ঠের মত’ ধারণ ক’রে জ্বলে পুড়ে গেল। তার কালো হয়ে যাওয়া পালকগুলো হাওয়ার খেয়ালে ভাসতে ভাসতে মাটিতে এসে পড়লো—কয়েকজন সেই পালক কুড়িয়ে পেয়ে বুক তুলে নিলো। বিকেলের টিমটিমে সূর্যের সামনে তারা সবাই অজানা কারণে একসাথে মিলিত হ’ল।

সভা শুরু হ’ল, সভাপতি নেই—শুরু করার গানও কারো জানা নেই—তবু সবাই কিছু বলতে চায়—শুনতে চায়। কাকের দল তাদের বাড়ি ফিরে এল—আকাশের গায়ে মডান’ আট ভেঙ্গে অ্যাবষ্ট্রাক্ট আট গড়তে গড়তে এগিয়ে চ’লল বেলে হাঁসের দল, শিকারের আশায় জিত উল্টে বসে রইল ব্যাং।

একজন মেয়ে বলতে শুরু ক’রলে, “স্বাঁরা হাত ধ’রে হাঁটতে শেখান সেই বাবা মা’কে হারিয়েছি আমি হামাগুড়ি দেবার সময়। আমাকে কেউ দোলনায় ঢুলিয়ে দেয়নি—এই পাখিই আমাকে দোলনায় ঢুলিয়ে ছড়া কাটতো,

দে দোল দোল, দে দোল দোল

ঢুলবি যেন মায়ের কোল,

ওরে খুকী মুখটি তোল,

বাইরে দেখ হট্টগোল।

তারপর থেকে যখনই আমি আনমনে থাকতাম পাখিটা এসে ছড়া কেটে যেত

কেনরে তুই আনমনা,

বাহিরে আকাশ গনগনা।

জোড়াদিন, বেজোড় রাত,

আড়াই চাল, কিস্তি মাত।

তাতেই আমি ছড়া কাটতে শিখলাম—জীবনের ছড়া—পেলাম, ছড়ার জীবন ॥

“আমাকে বোধহয় আপনারা চেনেন, ছোটবেলা পড়ার বইয়ে ছবি দেখে থাকবেন।

সামনে দ্রোণাচার্যের মূর্তি আর আমি আঙ্গুল কেটে গুরুদক্ষিণা দিচ্ছি—হ্যাঁ আমার নাম একালব্য।—দ্রোণাচার্য চ'লে গেলেন দক্ষিণা নিয়ে, আমার আঙুলের রক্ত চুষে খাচ্ছিল পৃথিবী, তখন এই পাখিটা সারক্ষণ আমার মনে ডেকে বেড়িয়ে ছিল, “কি ক'রলে কি একালব্য? শিক্ষা বড় না শিক্ষক? কে তোমার আরাধ্য শিক্ষক না শিক্ষা?” আমি বুঝলাম—বুঝলাম বড় দেবীতে ॥

কালো পালকটা দিয়ে যে এতক্ষণ ছবি ঝাঁকছিলো সে এবার উঠে দাঁড়াল—“আমি যখন ছোট ছিলাম তখন আমার বাবা আমাকে একটা নীল বল দিয়ে বলেছিলেন, ‘খোকা—আমাদের পৃথিবীটাও এই বলটার মত’। আমি দেখলাম পৃথিবীটা কত সহজ। আমি ইচ্ছেমত ‘বলটাতে লাথি মারতাম—গড়িয়ে দিতাম—তারপর যখন আঘাত এলো তখন পায়ের তলায় মাটি গেল সরে। তখন এই পাখী আমাকে ডেকে ব'লেছিল, ‘ঘরে ফিরে গিয়ে দেখ’ তোমার বলটা চুপসে উত্তর-দক্ষিণে চাপা হ'য়ে গিয়েছে।”

“আপনারা সুর চান? সুরের যাত্রা কিম্বা যাত্রার সুর? আমার সাথে কিন্তু বাঁশি রয়েছে—আমি বাঁশি বাজানো ছাড়া কিছুই জানিনা—আমি যে হামিলিনের বাঁশি ওয়ালো”—সেই ছোট ছেলে মেয়েদের নিয়ে শিশির ভেজা ঘাসে পায়ের ছাপ এঁকে আমি এগিয়ে চলছিলাম, মনে বড় জ্বালা—পাপবোধ—তখন এই পাখি এসে আমাকে বলেছিল, “তুমি তো ঠিকই করেছো—নিষ্পাপ শিশুদের অসত্যের অস্বস্তি পরিবেশ থেকে নিয়ে এসেছো।” সেই শিশুরা বড় হ'ল—আমি বাঁশি বাজিয়ে আবার ওদের ডাকলাম—ওরা শুধু ব'ললো, “আমরা লড়বো।”

সবাই উঠে দাঁড়িয়ে ব'ললো, “আমরা, লড়বো।”  
বাতাসে মিষ্টি বারুদের গন্ধ—রাতের মিটমিটে তারার আকাশের নীচে আরেকটি পাখি শিষ দিয়ে গান গেয়ে উঠল ‘আমরা লড়ব’,  
আমরা লড়ব’।



## ॥ আমাদের খারটীন ॥

সুনীত দত্ত ৪০৪

গঙ্গার বুকে নোঙর করা ধবধবে সাদা জাহাজটার গায়ে অনেকদূর থেকেও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি একটা লেখা “united” তারপর হয়ত বা আরও কিছু লেখা আছে, কিন্তু চোখের লেন্স তার পাঠোদ্ধারে সক্ষম হল না।

united কথাটার উৎপত্তি ‘unity’ থেকে। আর এই ঐক্যই তো সমস্ত সাকল্যের চাবিকাঠি, তা নইলে আমাদের হোস্টেল ‘unlucky 13’ হওয়া সত্ত্বেও আমাদের অপ্রতিহত জয়যাত্রার মূলমন্ত্র কোথায় নিহিত আছে?



গৌরচন্দ্রিকা সমাপ্ত, এবার ধীরে ধীরে মূল প্রসঙ্গে অন্তপ্রবেশের সামান্য চেষ্টা করা যাক।

‘১৩’ তে এসে আমরা কি করেছি? গত বছর এই আগষ্টের শেষদিনে বি-ই-কলেজের এই হোস্টেলটিতে যেদিন ১১৬ টা ছেলের স্মৃথ, দুঃখ, আশা, নিরাশা এক গ্রন্থিতে আবদ্ধ হল, সেদিন এরা কেউই ভাবেনি, তাদের অগ্রগমনের গতিবেগ হয়ে উঠবে দুর্বীর। কিন্তু তারা এগিয়েছে।

প্রশ্নটা হল, আমরা কি করেছি? এর উত্তর খুঁজতে যাওয়ার চেয়ে আমরা কি করিনি তার পরিসংখ্যান নিলেই তো ব্যাপারটা মিটে যায়। কিন্তু এ কি? পরিসংখ্যানের ঘরে যে শূন্য জমা পড়ল। কয়েকটা ছোট্ট নজীর তুলে ধরি আমাদের কীর্তির।

কলেজে যে “সঙ্গীত ও বাণ্যন্ত্র” প্রতিযোগিতা হয়েছিল তাতে প্রথম ও দ্বিতীয় হয়েছিল যথাক্রমে প্রলয় চক্রবর্তী ও সঞ্জয় চক্রবর্তী। Mono-acting Competition – এ বিষ্ণু চক্রবর্তী রুত ‘মদনা’ পায় প্রথম পুরস্কার, এছাড়া সঞ্জয় চক্রবর্তীও একটা পুরস্কার পেয়েছিল।

খেলাপূলা? তাতেও ‘১৩’ পেছিয়ে নেই। ফুটবলের কথাই বলি। সাকল্য আমাদের কম নয়। 12–13 team-এ এই ‘১৩’-র ছেলেরাই সংখ্যা গরিষ্ঠ।

আমাদের সবচেয়ে বড় achievement আসন্ন ‘Cultural function’ আমাদের যৌথ প্রচেষ্টার ফসলটিকে সাকল্যমণ্ডিত করে তুলতে কারোব আন্তরিকতার কণামাত্র ঘাটতি নেই। জানি না, সাকল্যের জয়তিলক

আমাদের ললাটে অঙ্কিত হবে কি না।



College Sports-এ আমাদের ছেলেরা অনেকগুলো পুরস্কার পেয়েছিল।  
প্রাপ্যকার হল বিমান ঘোষ, সৌমিত্র সিন্হা, শ্যামল ভট্টাচার্য, অমিত দাস।



জাহাজটা নোঙর তুলে চলে যাচ্ছে। আবার দেখা যাচ্ছে সেই লেখাটা  
“United”। আশ্বে আশ্বে দূর থেকে দূরে বিলীয়মান জাহাজটার দিকে  
তাকিয়ে থাকতে থাকতে কখন যে চোখের কোণে দুফোঁটা অশ্রুবিन्दু জমা  
হয়েছে টের পাইনি।

ছেড়ে যেতে হবে এই হোস্টেল, ব্যথার আর্তনাদ করে উঠে বুকটা।  
আমাদের স্মৃতি, দুঃখ, হতাশার নীরব সাক্ষী ইট, কাঠ, পাথর আরও  
অনেকদিন ধরে অনেক ছেলের জীবনের বহু ক্ষুদ্র বৃহৎ ঘটনার সাক্ষী হবে।  
হ্যাঁ ওদের কাজই তো এই।

চোখের জলে বিদায় ‘তের।’ “13 is an unlucky number”  
এই প্রবাদের অসত্যতা যাচাইয়ের জগু দিনে দিনে গৌরবোজ্জ্বল হয়ে উঠবে  
এই হোস্টেলের মহিমা, এই-ঐ আমাদের সব কটি ছেলের সমবেত প্রার্থনা।



## ॥ তেরোর

সঞ্জীব চক্রবর্তী	২
শান্তনু ভট্টাচার্য্য	১
গৌর মোহন বক্সী	২
অশোক চক্রবর্তী	০
তপন ভট্টাচার্য্য	২
গৌতম মুখার্জী	০
প্রবাল ভট্টাচার্য্য	৩
দীপঙ্কর সামন্ত	২
দিলীপ বোস	০
সুব্রত কর	৪
ভবেন দাছ	২
ইন্দ্রজিৎ সেন গুপ্ত	০
দেবশীষ ব্যানার্জী	৬
অগ্নিমিত্র ভট্টাচার্য্য	২
ভাস্কর নাথ	০
পার্থ প্রতিম ব্রহ্ম	৮
সুকান্ত দে রায়	২
অলোক ভূঁইয়া	০
সমীর দে	১
মৃন্ময় কুমার সিন্হা বাবু	০
বিশ্বজিৎ চোঙদার	২
সৌমেন ভৌমিক	১
অজয় চক্রবর্তী	১
শান্তনু ব্যানার্জী	১

## দোতলা ॥

বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী	
মানস সামন্ত	
আশীষ্ সিন্হা	
দীনেশ চৌধুরী	
অমিত দাস	
সৌমিত্র সেন	
অমিতাভ কমল সেন	
জয়ন্ত দাস	
বাণী গুহ ঠাকুরতা	
গোপাল দা	
সোমনাথ বসু	
দেবব্রত সান্যাল	
অনিক চক্রবর্তী	
রূপক সরকার	
অমরেশ চৌধুরী	
প্রহ্লাৎ দত্ত	
কবীর দাশগুপ্ত	
বিহ্যৎ চক্রবর্তী	
দিলীপ বর্ধন	
সৌমিত্র সিন্হা	

## ॥ तेरोर

प्रलय चक्रवर्ती (एम, इ,)  
पञ्चानन व्यानार्जी (एम, इ,)

कनक दत्त (इ, इ,)  
पल्लव भट्टाचार्य (इ, इ,)

मधुसूदन दास (इ, इ,)  
सुब्रत सरकार (एम, इ,)

देवशिस च्याटार्जी (मेट्, इ,)  
देवशिस चक्रवर्ती (मेट्, इ,)

कल्लोल दास (इ, इ,)  
किंशुक घोष (मेट्, इ,)

फटिक पात्र

पार्थ प्रतिम घोष (इ, टि, सि,)

वासव राय (एम, इ,)

मानव बागची (मेट्, इ,)  
विश्वरूप गान्धुली (सि, इ,)  
सोमन व्यानार्जी (इ, टि, सि,)  
रजतशुभ्र. सेन (एम, इ,)

सुशान्त भट्टाचार्य (सि, इ,)

सुब्रत मुखार्जी (इ, इ,)

## ॥ तिनतला

श्यामल भट्टाचार्य (मेट्, इ,)

सन्दीप व्यानार्जी (एम, इ,)  
सोमित्र व्यानार्जी (इ, इ,)

सुकान्ति राय (इ, इ,)

विश्वरूप दास पुरकायस्थ (सि, इ,)  
देवतोष विश्वास (सि, इ,)

कमलेश्वर भट्टाचार्य (इ, इ,)  
समीर च्याटार्जी (एम, इ,)

दीपङ्कर दास (इ, इ,)

पार्थ प्रतिम दा (इ, टि, सि,)

काजल भट्टाचार्य (इ, इ,)

गोतम राय (इ, इ,)

शुभाशिस भट्टाचार्य (सि, इ,)

सञ्जय चक्रवर्ती (एम, इ,)

७  
०  
१  
७  
०  
२  
७  
०  
७  
७  
०  
४  
७  
०  
५  
७  
०  
७  
०  
१  
७  
०  
४  
७  
०  
२  
७  
१  
०  
७  
१  
१  
स्टा  
डि

## ॥ তেরোর

অমিত দেব (এম, ই,)	৪
অঞ্জিৎ সাহা (ই, ই,)	১
সব্যসাচী সরকার (এম, ই,)	৪
মৃগাঙ্ক মৌলি রায় (এম, ই,)	০
	২
সুশান্ত রায় (ই, ই,)	৪
মোহন সঁাতরা (এম, ই,)	০
	৩
গৌতম ব্যানার্জী (সি, ই,)	৪
স্বরূপ ভট্টাচার্য (সি, ই,)	০
	৪
সুজিত মুখার্জী (সি, ই,)	৪
সন্দীপ গুপ্ত (এম, ই,)	০
	৫
সুধীর রায়	৪
	০
	৬
বিশ্বজিৎ রায় (ই, ই,)	৪
গৌতম ভট্টাচার্য (ই, ই,)	০
	৭
ভাস্কর দাশগুপ্ত (ই, ই,)	৪
মঙ্গলময় বিশ্বাস (এম, ই,)	০
	৮
তমাল ভট্টাচার্য (সি, ই,)	৪
সুজন ভট্টাচার্য (সি, ই,)	০
	৯
তপন চক্রবর্তী (এম, ই,)	৪
পুলকময় ব্যানার্জী (ই, টি, সি,)	১
	০
অরুণ কুণ্ডু (সি, ই,)	৪
চিন্ময় চৌধুরী (সি, ই,)	১
	১
প্রভাত পাল (এম, ই,)	৪
শুভঙ্কর দাস (মেট্ ই,)	১

## চারতলা ॥

সোমনাথ রায় (ই, ই,)	৪
কালীপদ দাস (ই, ই,)	১
পিনাকী রঞ্জন নাগ (মেট্ ই,)	৪
অশোক কুমার চতুর্বেদী (ই, টি, সি,)	০
	২
শুভ্রাস্ত রায় চৌধুরী (এম, ই,)	৪
	০
	৩
বিশ্বরূপ সাহা (ই, ই,)	৪
সুনীত দত্ত (ই, টি, সি,)	০
	৪
বিমান ঘোষ (মেট্ ই,)	৪
অরুণ ঘোষ (মেট্ ই,)	০
	৫
সন্তোষ দত্ত	৪
	০
	৬
শুভাশিস চক্রবর্তী (ই, টি, সি,)	৪
দেবাশিস দত্ত (ই, টি, সি,)	০
	৭
চিন্ময় পাল (সি, ই,)	৪
	০
	৮
পরমানু ভৌমিক (সি, ই,)	৪
	০
	৯
দেবকুমার ব্যানার্জী (সি, ই,)	৪
প্রবাল চক্রবর্তী (ই, ই,)	১
	০
রঞ্জন ব্যানার্জী (এম, ই,)	৪
	১
	১
সুশীল ঘোড়ই (ই, ই,)	৪

॥ कृतज्ञता स्वीकार ॥

1. समयसु विज्ञापनदाता
2. PRINTALL PRESS
3. B E C S U



ॐ प्रच्छद ॐ

श्रीअरुण घोष ।